ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(7): 444-446
www.allresearchjournal.com
Received: 06-04-2015
Accepted: 09-05-2015

চেতনা মুখার্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

Correspondence:
চেতনা মুখার্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

ভারতীয় অভিলেখে ভগবান শিবের আলোকপাত

চেতনা মুখার্জ্জী

1. Introduction

খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর একটি তাম্রশাসনে১ শিবলিঙ্গ উপাসনার উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, পঞ্চম শতাব্দীর বহুপূর্ব থেকে গৌড়ে তথা বরেন্দ্রীতে শিবপূজা প্রসার লাভ করেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ বৈন্য গুপ্তের পরিচয় ‘মহাদেব-পাদানুধ্যাত’২ রূপে। শিবকে কেন্দ্র করে পতঞ্জলি তার মহাভাষ্যে (খ্রীঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) ‘শিবভাগবত’ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন।৩ এই শিবভাগবত সম্প্রদায়ভুক্ত অয়ঃশূলিক, দন্তাজিনিক, শিবভক্তদের যে বর্ণনা পতঞ্জলি দিয়েছেন তার সঙ্গে পরবর্তীকালীন পাশুপতদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

পতঞ্জলি শুধু শিবভাগবতদের প্রসঙ্গই উত্থাপিত করেননি, সেই সঙ্গে শিবমূর্ত্তিপূজারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। পাণিনির ‘জীবিকার্থে চাপণ্যে’ (৫/৩/৯৯) সূত্রভাষ্যে তিনি স্কন্দ, বিশাখ ও শিবমূর্ত্তি বিক্রয়ার্থে নির্মিত হোত বলে জানিয়েছেন। তাছাড়া পাণিনি রুদ্র, ভব, শর্ব, এবং মৃঢ় এই শিবনামগুলির উল্লেখ করেছেন এবং ‘শিবদিভ্যো ন’ (৪/১/১১২) সূত্রটিতেও শিব উল্লিখিত হয়েছেন। মেগাস্থিনিস পার্বত্য অঞ্চলে শিবের (স্থুদ্র—ান্ডস) জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। এমনকি অশোকও প্রথম জীবনে শিবভক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।৪ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত শক ও কুষাণ শাসকরা রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শৈব ছিলেন।৫ প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিগত উপাদানের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই শিবপূজা এবং শৈবধর্ম ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গদেশে এই পূজা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহুপূর্ব থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পাশুপত সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করতে গেলে মহাকাব্য পুরাণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। মাহেশ্বরযোগ তথা পাশুপত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শিবের অবতার কোথাও বা লকুলীশ, আবার কোথাও শিষ্যের নামেরও পাঠান্তর দেখা যায়। যেমন লিঙ্গপুরাণে উক্ত চারজন শিষ্যের নাম - কুশিক, মিত্র, গর্গ, কৌরুষ্যক, যে নামেই হোক না কেন এই চারজন শিষ্য পাশুপত মতবাদের চারটি শাখা প্রবর্ত্তন করেছিলেন বলে জানা যায়।

বঙ্গদেশীয় লেখমালায় শিবের বিচিত্র ও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়।

রুদ্র ঃ- নারয়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে নারায়ণপালের শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রযশের বর্ণনা প্রসঙ্গে রুদ্রের অট্টহাসের পুরাণপ্রসিদ্ধটি বিবৃত হয়েছে -- ‘ব্যাপ্তে যস্য ত্রিজগতি ..... রুদ্রাট্রহাসঃ’ লড়হচন্দ্রের শাসনের দশম শ্লোকে রুদ্রের শক্তিরূপিণী রুদ্রাণীর উল্লেখ আছে। মূর্তিশিবের বাণগড় প্রশস্তিতে কৈলাসপর্বতসদৃশ গোলগীর মহামঠের শৈব তপস্বিদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, স্বয়ং রুদ্রগণ যেন ধর্মনিরত শৈব তপস্বীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া শাসনে রুদ্র ধ্বংসের দেবতারূপে চিত্রিত।

পৌরাণিক শিবের আদিরূপটি যে বৈদিক রুদ্রের মধ্যে নিহিত, তা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ঝঞ্ঝা, অশনি, বিশ্বদাহী, অগ্নি, মৃত্যু আবাহনকারী হলেন ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়কারী দেবতা হলেন রুদ্র। বিনাশের দেবতা রুদ্র করাল উগ্র হিংস্র, পশুতুল্য তাঁর হাতে বজ্র ও ধনুর্বাণ। তিনি প্রদীপ্ত পিঙ্গলবর্ণাভ।৬ তাঁর হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি দৃঢ়, পূষণের মতো তাঁর ওষ্ঠ অতি সুন্দর। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনোক্ত রুদ্রের অট্টহাসির পৌরাণিক প্রসিদ্ধিরও সন্ধান পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণে। ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্নকালে রুদ্রদেব অট্টহাসির দ্বারা ব্রহ্মাকে মোহিত করে বাম অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র দিয়ে তাঁর পঞ্চম শিরটি ছেদন করেন।৭

শিব ঃ- ধর্মপালের সালিমপুর শাসনে উপমাচ্ছলে শিব নামটির পরোক্ষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সর্বাণী ব শিবস্য) প্রথম শূরপালের মীর্জাপুর শাসনেও শিব ও শিবা একত্রে উল্লিখিত। নারায়ণ পালের বাগলপুর শাসনে শিব ভট্টারকের সহস্রায়তন মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে নামটি প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয় - ‘কুশলপোতে’ গরুড়স্তম্ভলেখের দশম শ্লোকে শিবপ্রসঙ্গ উল্লিখিত। গোবিন্দচন্দ্রের শাসনেও শিবা সহ শিব এবং ত্রিমূর্ত্তিকল্পনায় শিব এবং শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য দান কার্য বর্ণিত। তাছাড়া নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষর শিববন্দনা দিয়ে নয়পালের ইর্দাশাসন, বিজয় সেনের দেওপাড়া মন্দির প্রশস্তি ও বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন প্রভৃতি শাসনগুলি শুরু হয়েছে।

মহাদেব ঃ- বঙ্গদেশে প্রাপ্ত লেখমালায় মহাদেব নামটি আমরা প্রথম পাই বৈন্যগুপ্তের গুণইঘর তাম্রশাসনে যেখানে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নিজের পরিচয় দিয়েছেন।৮ ধর্মপালের শাসন সময়ে উজ্জ্বল নামক ভাস্করের পুত্র কেশব কর্ত্তৃক মহাবোধি নামক বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে চতুর্মুখ লিঙ্গরূপী মহাদেব প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।৯

শংকর ঃ- শংকর নামটি যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বঙ্গদেশীয় লেখমালায় উক্ত নামের বহুল উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়। ত্রিপুরা তাম্রশাসনে আমরা শংকরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদিত হতে দেখি। নয়পালের ইর্দা শাসনের দানকার্য সম্পন্ন হয়েছে -- ''ভগবন্তং শংকরভট্টারকমুদ্দিশ্য'।
লড়হচন্দ্রের ময়নামতী শাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমা বর্ণনা প্রসঙ্গে - শংকর ভট্টারকের একটি দেবস্থানের উল্লেখ আছে - 'উত্তরেণ শংকর ভট্টারক ভুজ্যমান' বল্লালসেনের নৈহাটি শাসনের ষষ্ঠ শ্লোকে শংকর উল্লিখিত এবং এই শাসনে ভূমিপরিমাপক নলটিও 'শ্রীবৃষভশংকরনল' নামে পরিচিত। শিবের এই বহুল প্রচলতি ও সমাদৃত নামটির উৎসও বৈদিক শুক্লযজুর্বেদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে (১৬/৪১) শংকরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদিত হয়েছে - 'নমঃ শংকরায় চ'। এর অর্থ হোল লৌকিক ও মোক্ষসুখের কারক রুদ্রকে নমস্কার। এখানে শংকরপদের অর্থ লৌকিক সুখদাতারূপী রুদ্র।

শম্ভু ঃ- বঙ্গদেশীয় লেখমালায় শিব নামের পরই শম্ভু নামটি অধিক সংখ্যক বার উল্লিখিত। শম্ভু নামটি প্রথম দৃষ্ট হয় লোকনাথের ত্রিপুরা শাসনে। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে লড়হচন্দ্রের ময়নামতী শাসনে এই নামটি উল্লিখিত।
সেনপর্বে বিজয়সেনের দেওপাড়া মন্দির প্রশস্তিটির প্রথম শ্লোকটি শম্ভুর বন্দনায় উৎসর্গীকৃত শিবের শংকর নামটির মতো শম্ভু নামট্যি গুণাত্মক নামটির ঐতিহ্য কিন্তু সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদে (১/৬৫/৩) অগ্নির নামান্তররূপে শম্ভু নামটি দৃষ্ট হয় - 'ক্ষোদো ন শম্ভুঃ'

হর ঃ- দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে গঙ্গার বর্ণনাপ্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে হর নামটি উল্লখিত -- 'হরজটা ক্ষোভিতাঙ্গা চ গঙ্গা'। গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী শাসনের ষোড়শ শ্লোকে ত্রিমূর্ত্তির অন্যতমরূপে হর নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃত।
রুদ্রশিবের হর নামটি বৈদিক সাহিত্যে না পাওয়া গেলেও ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। মহাকাব্য পুরাণে হর নামটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। মহাভারতের দ্রোণপর্বে (২০১/১৩৭) হর নামের তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে - 'নিগৃহ্য হরতে যস্মাৎ তস্মাদ্ধর ইতি স্মৃতঃ'।
ভব ঃ- ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর মন্দির প্রশস্তিতে পুরুষ ভবদেব 'ভব ইব' অর্থাৎ শিবতুল্য বলা হয়েছে। ভব নামটি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কয়েকটি লেখে দেখা যায়। শ্রী চন্দ্রের পশ্চিমভাগ শাসনে বাণগড় প্রশস্তিতে।
ভবশব্দটির অর্থ উৎসস্থান বা জন্মস্থান। যিনি সর্বভূতের হেতু বা কারণস্বরূপ তিনিই ভব। ভব উপনিষদের ব্রহ্মস্বরূপ।

পশুপতি/ভূতেশ ঃ- মূর্ত্তিশিবের বাণগড় প্রশস্তিতে শিবের পশুপতি নামের পরিচয় পাওয়া যায়. প্রশস্তির চর্তুদশ শ্লোকে উক্ত হয়েছে যে, সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষ ও লক্ষ্মী এই দুটি বস্তুর মধ্যে পশুপতি স্বয়ং বিষ গ্রহণ করেন এবং স্বশিষ্য হরিকে লক্ষ্মী অর্পণ করেন।
লড়হচন্দ্রের ময়নামতী শাসনের শিব ভূতেশ নামে অভিহিত। আবার বিজয়সেনের দেওপাড়া মন্দির প্রশস্তিতে শিব ভূতভর্ত্তা রূপে কল্পিত। পশুপতি নামটির ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন অথর্ববেদে রুদ্র দেবতার সাতটি নামের অন্যতমরূপে এই নামটি প্রথম দেখা যায়।

সদাশিব ঃ- প্রথম শূরপালের মীর্জাপুর তাম্রশাসনের পঞ্চদশ শ্লোকে দেবপালমহিষী মাহটা দেবীর চরিত্রচিত্রণে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর সদাশিব যেমন সর্বমঙ্গলা সতীকে লাভ করে সুখী হয়েছিলেন, তেমনি দেবপালও শৈলাত্মজা, অরুন্ধতী, সাবিত্রী সমা তাঁকে পত্নীরূপে পেয়ে সুখী হয়েছিলেন। সিয়ান গ্রামের শিলালেখে রৌপ্যনির্মিত সদাশিব মূর্তি প্রতিষ্ঠার সংবাদ বহন করে। শিবের এই নামটির ঐতিহ্য শিবের অন্যান্য নামের মতো প্রাচীন নয়। সতত মঙ্গলকারী যে শিব তিনিই সদাশিব - 'সদা শিবঃ যস্মাৎ'।

ভর্গ ঃ- বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে শিব 'ভর্গ' রূপে অভিহিত। শিবকে ভর্গরূপে আখ্যায়িত করা মহাকাব্যপুরাণে বিরল। ঋগ্বেদে ভর্গ শব্দের অর্থ তেজ।

গিরিশ ঃ- ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে গিরিশ শিবনাম রূপে প্রযুক্ত। শিব গিরিবিহারী বলেই হয়তো মালব-মুদ্রায় শিব প্রতীকরূপে তিন শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের উপর কলাচন্দ্র স্থাপনের রীতি অনুসৃত হয়েছিল।

মহেশ্বর ঃ- গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের (আ. ৬১০-২৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালীন এগরা তাম্রশাসনে শশাঙ্ক 'পরমমাহেশ্বর' রূপে বর্ণিত।
লড়হচন্দ্রের ময়নামতী শাসনদ্বয়ে ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম শিব 'মহেশ্বর' নামে অভিহিত। বৈদ্যদেবের কমৌলি শাসনে বৈদ্যদেব যুগপৎ 'পরমমাহেশ্বর' এবং 'পরমবৈষ্ণব' রূপে পরিচয় দিয়েছেন। বল্লাল সেনের নৈহাটি শাসনেও বল্লালসেন 'পরমেশ্বর-পরমমাহেশ্বর'।
শিবের মহেশ্বর নামটির প্রাচীনতা তত না হলেও নিছক অর্বাচীন নয়। এই নামটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। এখানে রুদ্রের নাম হিসাবেই মহেশ্বর নামটি ব্যবহৃত।

ঈশাণ ঃ- বঙ্গদেশীয় লেখমালায় শিব ঈশান, ঈশ নামেও অভিহিত। গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী শাসনে শিব ঈশরূপে বর্ণিত। ঈশস্তস্য পিতা শিবা চ জননী'। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে শিব 'ঈশ্বর' রূপে কথিত। রুদ্রশিবের ঈশান নামটির প্রাচীনতাও কম নয়। ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে রুদ্র নামরূপে ঈশান উল্লিখিত।১০
নট্টেশ্বর/নর্ত্তেশ্বর ঃ- শ্রীচন্দ্রের প্রপৌত্র গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী শাসনে নটেশ্বর ভট্টারক শিবের উদ্দেশ্যে দুই পাটক ভূমিদানে সংবাদ আছে এবং এই দানকার্যের প্রাক্কালে শিবভট্টারকের নামও স্মৃত হয়েছে।
মৎস্যপুরাণে (২৬৯/৪-১১) নট্টেশ্বর মূর্ত্তি নির্মাণবিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই মূর্ত্তি বাহনোপরি নৃত্যরত দশভুজ হবে। যার দক্ষিণপার্শ্বস্থ হস্তগুলি খড়্গ, শক্তি, দণ্ড, ত্রিশূল এবং বরদমুদ্রাঙ্কিত এবং বামপার্শ্বস্থ পঞ্চহস্ত খেটক কপাল, নাগ, খট্টাঙ্গ, এবং অক্ষমালাশোভিত এই শ্রেণীভুক্ত নটরাজ শিবমূর্ত্তি বঙ্গদেশে প্রচুর পাওয়া গেছে।

মৃত্যুঞ্জয় ঃ-ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর মন্দির প্রশস্তির পঞ্চবিংশতি শ্লোকে শিব মৃত্যুঞ্জয়রূপে বর্ণিত হয়েছেন। এখোনে ভট্ট ভবদেব দ্বিতীয় মৃত্যুঞ্জয় শিবরূপে অভিহিত হয়েছেন।
শিবের মৃত্যুঞ্জয় নামটির তাৎপর্য তার নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্তির মধ্যেই নিহিত। সমুদ্রমন্থনোত্থিত হলাহল পান করে শিব জীবকুলকে রক্ষা করেছিলেন অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে। এই কালকূট বিষ কণ্ঠে ধারণ করে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন বলেই তিনি মৃত্যুঞ্জয়।১১

কামারাতি ঃ-শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রদত্ত মেদিনপুরর শাসনদ্বয়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শিব 'কামারতি'রূপে বর্ণিত। শিবের এই নামটির সঙ্গে একটি একটি সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক উপাখ্যান জড়িত আছে। শিবের এই লীলামাহাত্ম্যদ্যোতক নামটির পরিচয় পাওয়া যায় দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনেও।

শশিশেখর ঃ- শৈবধর্মাবলম্বী ভাস্কররর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনের প্রারম্ভিক শ্লোকে শশিশেখর নামটি প্রথম দৃষ্ট হয়। এই নামটিতে শিবের একটি বিশেষরূপের বর্ত্তমান শিবের মস্তকে চন্দ্র বিরাজিত - তিনি চন্দ্রশেখর এই

চন্দ্রশেখরমূর্ত্তি শিবের সৌম্য মূর্ত্তিগুলির অন্যতম এবং বঙ্গদেশীয় ভাস্কর্যশিল্পে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বিজয়সেনের দেওপাড়া মন্দির প্রশস্তিতে শিবের চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত। এখানে তিনি 'মূর্ধন্যর্ধেন্দুচুড়ামণিঃ'। বল্লালসেনের নৈহাটি শাসনে চন্দ্রশেখর রূপের কবিত্বময় বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া, সাহিত্যপরিষদ এবং কেশব সেনের ইদিলপুর শাসনের প্রত্যেকটিতে 'সুধাকিরণশেখর এবং চন্দ্রশেখর' পদ দুটি দৃষ্ট হয়। রাজা গোবিন্দদেবের ভাটেরা তাম্রশাসনেও শিব শশিশেখর।

পিনাকী ঃ- ভাস্করবর্মার নিধনপুর শাসনের প্রথম শ্লোকে পিনাকী শশিশেখর শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদিত হয়েছে - 'ওঁ প্রণম্য দেবং শশিশেখরং প্রিয়ং পিনাকিনং ভস্মকণৈর্বিভূষিতম্'।

পিনাক শব্দটির অর্থ শিবধনু বা শিবশূল। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যার দ্বারা নাক (স্বর্গ) আবৃত হয়েছিল।

ত্রিলোচন ঃ- নয়পালের রাজত্বকালীন মূর্ত্তিশিবের বাণগড় প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিদ্যাশিবের শিষ্য ধর্মশিব বারাণসীর ভূষণস্বরূপ ভগবান ত্রিলোচন গুরুর কৈলাশসদৃশ প্রাসাদনির্মাণ করিয়েছিলেন।

নীলকণ্ঠ ঃ- চন্দ্রবংশীয় রাজা লড়হচন্দ্রের ময়নামতী শাসনে শ্রী কণ্ঠ নামটি দৃষ্ট হয়। ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লেখে বালবলভীভুজঙ্গ ভট্টভবদেবের দ্বিতীয় মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠরূপে বর্ণিত হয়েছেন। বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকে শিব শ্রী কণ্ঠ এবং চন্দ্রশেখর।

পঞ্চানন ঃ- লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে শিবের একটি বিচিত্ররূপের সন্ধান পাই। শাসনের প্রারম্ভিক শ্লোকে শিবের পঞ্চানন রূপের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা অভিনবত্বে অতুলনীয়। মহাভরত পুরাণে শিবের পঞ্চানন নামটি বহুল প্রচলিত। শিবের পঞ্চানন মূর্ত্তির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলেই আমাদের ধারণা শিব ভূতপতি, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম -- এই পঞ্চভূতের অধিপতি।

ধূর্জটি ঃ- বিজয়সেনের ব্যারাকপুর শাসনের প্রথম শ্লোকে শিবের ধূর্জটি রূপটি অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত। ধূর্জটি পদের অর্থ ধূর অর্থাৎ গঙ্গা যাঁর জটায় আবদ্ধা। অথবা ধূম্রবর্ণের জটা হেতু শিবের নাম ধূর্জটি।**১২** মহাভারতের অনুশাসনপর্বে শিবের ধূর্জটি নামটি দৃষ্ট হয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও শিব ধূর্জটি লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তর্পণদীঘি আনুলিয়া শাসনের প্রারম্ভিক শ্লোকে শম্ভুর জটাজালের অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন লেখকবি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিবপূজা - পদ্ধতিতে মূর্ত্তিতত্ত্বের বিকাশ বিসেষ অর্থপূর্ণ। প্রাক-আর্য যুগ থেকে লিঙ্গ বা প্রতীক পূজা যেমন চলে এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতাব্দী থেকে মানুষী মূর্ত্তির প্রচলন দেখা যায়।

।। তথ্যসূত্র।।

১। EI,VOL, XV, P.138 ff ; Sel. Ins (I) P.32.

২। BI, P.65, IHQ. P 53.

৩। 'শিবাদিভ্যো ন' (পা. ৪/১/১১২, সূত্রভাষ্য)।

৪। Smith, V.A The Early History of India. Oxford, 1924, P.185.

৫। Roychaudhuary H.C. Materials for the Study of the Early History of Vaisnava Sect. Calcutta, 1963, P.100.

৬। ঋ.বৈ. ২/৩৩/৯।

৭। স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড ২/৬৩-৬৪।

৮। CBI, P.65 ; IHQ.VOl. XIX, P.275 ff.

৯। গী.লেখ. পৃ.-৩১।

১০।কৌ.ব্রা ৬/১, আ.পৃ.সূ. ৪/৮/১৯, পা. গৃ. সূ. ৩/৮/৬, হি.গৃ.সূ ২/৩/৮/৬।

১১।ভাগবত পুরাণ ৪/৩ অ, ব্রহ্মবৈ পু-ব্রহ্মখণ্ড ৩/২১, প্রকৃতি খণ্ড ১৮/২৪, কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩৬/৭১।

১২।মহাভারত দ্রোণপর্ব ২০৩ অ.।

।। গ্রন্থতালিকা।।

1. মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার, গৌড়লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।
2. সরকার দীনেশচন্দ্র, শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।
3. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ - হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান।
4. বসু, গোপেন্দ্রচন্দ্র - বাংলার লৌকিক দেবতা, কলিকাতা ১৯৭৮।
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস - বাঙ্গালার ইতিহাস (২খণ্ড), কলিকাতা ১৩৭৪।
6. ভট্টাচার্য গুরুদাস, - বাংলা কাব্যে শিব, কলিকাতা, ১৮৮২, শতাব্দ।
7. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ - হিন্দুদের দেবদেবী, কলিকাতা ১৯৮০-৮৪।
8. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলিকাতা ১৯৮০।
9. Maity, S.K. & Mukherjee R.R. Corpus of Bengal Inscription, Cal-1967.
10. Majumdar, N.G. Inscriptions of Bengal, Vol. III, Rajshahi 1929.
11. Banerjea J.N. The Development of Hindu Iconography, Calcutta, 1956.
12. Saraswati S.K. – Early Sculpture of Bengal, Calcutta, 1962.